তারিখ ..16 NOV 2016.....
পৃষ্ঠা ...১... কলাম.... ১......

দৈনিক আমাদের সময়

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী শুরু ২০ নভেম্বর

এম এইচ রবিন ●

পাবলিক পরীক্ষার সবচেয়ে বড় আসর খুদে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শুরু হবে ২০ নভেম্বর। এ বছর ৩২ লাখ ২৪ হাজার ২৮৮ জন শিক্ষার্থী অংশ নেবে এই পরীক্ষায়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী, সারা দেশে প্রায় ৭ হাজার ১৮১টি কেন্দ্রে একই সঙ্গে বিদেশের ১১টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা গ্রহণের সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে মন্ত্রণালয়। সারা দেশে পরীক্ষা তদারকির জন্য ৬৪টি পরিদর্শক দল গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী শুরু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষার সময় পরিদর্শক দল কাজ করবে দেশের ৬৪টি জেলায়।

মন্ত্রণালয়ের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র আমাদের সময়কে জানিয়েছে, আগামীকাল বৃহস্পতিবার পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমানের নিজ মন্ত্রণালয়ে সংবাদ সম্মেলন করার কথা রয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান এ বিষয়ে আমাদের সময়কে জানান, পরীক্ষা গ্রহণের সবধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের যথারীতি আগের মতো এই পরীক্ষা গ্রহণ করবে।

পরীক্ষার চূড়ান্ত সময়সূচি অনুযায়ী, প্রাথমিক সমাপনী ২০ নভেম্বর ইংরেজি, ২১ নভেম্বর বাংলা, ২২ নভেম্বর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ২৩ নভেম্বর প্রাথমিক বিজ্ঞান, ২৪ নভেম্বর ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ও ২৭ নভেম্বর গণিত পরীক্ষা হবে।

ইবতেদায়ি সমাপনীর ২০ নভেম্বর ইংরেজি, ২১ নভেম্বর বাংলা, ২২ নভেম্বর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ২৩ নভেম্বর আরবি, ২৪ নভেম্বর কোরআন মাজিদ ও তাজবিদ এবং আকাইদ ও ফিকহ, ২৭ নভেম্বর গণিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি সমাপনীর সব পরীক্ষা সকাল ১১টায় শুরু হয়ে চলবে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পরীক্ষার্থীদের জন্য সময় ২০ মিনিট অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর আমাদের সময়কে জানান, এ বছর প্রায় ২৯ লাখ ৩০ হাজার ৫৭৩ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং ইবতেদায়ি মাদ্রাসার ২ লাখ ৯৩ হাজার ৭১৫ শিক্ষার্থী অংশ নেবে। দেশে এবং বিদেশের কেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে পরীক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সরকার ২০০৯ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা চালু করে। ইবতেদায়িতে এই পরীক্ষা শুরু হয় ২০১০ সালে। সেই অনুযায়ী অষ্টমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে প্রাথমিক এবং সপ্তমবারের মতো ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা। প্রথম দুই বছর বিভাগভিত্তিক ফল দেওয়া হয়েছে। এর পর ২০১১ সাল থেকে ফল দেওয়া হচ্ছে গ্রেডিং পদ্ধতিতে। কয়েক বছর এই পরীক্ষার সময় দুই ঘণ্টা ছিল, শিশুদের লেখার সুবিধার্থে পরীক্ষার সময় আরও ৩০ মিনিট বাড়িয়ে আড়াই ঘণ্টা করা হয়।

প্রাথমিক ও ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী সংক্রান্ত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এবার অভিন্ন প্রশ্নপত্রে নয়, একই মানের আলাদা প্রশ্নপত্রে আট বিভাগে পরীক্ষা হবে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফল ২৭ ডিসেম্বরের মধ্যেই প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখও নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী ট্যালেন্টপুলে ও ৪৯ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী সাধারণ কোটায় বৃত্তি পাবে। ট্যালেন্টপুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ৩০০ টাকা ও সাধারণ কোটায় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ২২৫ টাকা হারে ভাতা পাবে। প্রাথমিক সমাপনীর পরীক্ষায় মোট ৮২ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হবে।

গত মে মাসে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীতকরণ ও পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ঘোষণা দেওয়া দেওয়া হয়– পঞ্চম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষা বাদ দিয়ে এ বছর থেকে অষ্টম শ্রেণিতে প্রাথমিক সমাপনী হবে। কিন্তু গত ২৭ জুন এ সংক্রান্ত প্রস্তাব মন্ত্রিসভা অনুমোদন করে না। মন্ত্রিসভা প্রস্তাবটি আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উপস্থাপন নির্দেশনা দেয়। একই সঙ্গে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা ও অষ্টম শ্রেণি সমাপনী, জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা আগের নিয়মে থাকবে বলেও সিদ্ধান্ত দেয় মন্ত্রিসভা। এর ধারাবাহিকতায় অষ্টম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু ১ নভেম্বর থেকে জেএসসি-জেডিসি শুরুর হওয়ার আগেই পরীক্ষা নেওয়ার অপারগতা প্রকাশ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। ফলে পূর্বের নিয়মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ বছরের জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা।